দৈনিক ইত্তেফাক

28 JUL 2008

৩ ৩

ডিজাস্টার ফোরামের কর্মশালা

দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার ওপর গুরুত্বারোপ

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

গতকাল রবিবার ডিজাস্টার ফোরাম আয়োজিত এক কর্মশালায় আলোচকগণ বলেছেন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে শিশুদের শিক্ষা জীবন ক্ষতিগ্রস্ত ও এর প্রভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। দুর্যোগ পরবর্তীকালে বিপুল সংখ্যক শিশু স্কুল থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা দুর্যোগকালীন এবং তৎপরবর্তী সময় শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। জাতীয় প্রেসক্লাবে আইইসি ম্যাটেরিয়ালস বেইজড অন এসএসইই বুক শীর্ষক এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ডিজাস্টার ফোরামের সমন্বয়কারী খালেদ হোসেন। কর্মশালায় দুর্গত এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষতি কমাতে স্কুলের সীমানা বরাবর গাছ রোপণ, স্কুল মাঠ উঁচু-নিচু বা গর্ত থাকলে ঠিক করা, স্কুল মাঠ ও ঘর মেরামত এবং উঁচু করা, পূর্বাভাস প্রদানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, পূর্বাভাস পাওয়ার পর অন্যান্য মালামালের সঙ্গে বই খাতা নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা, এলাকার শিশুদের জন্য বিশেষ পরীক্ষার আয়োজন করা।

কর্মশালায় ডিজাস্টার ফোরামের আফরুল ইসলাম ফারুক বলেন, দুর্যোগের সময় স্কুল ঘরগুলো আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম পুরোপুরি চালু হলে অনেক ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৪ মাস সময় লেগে যায়। এই দীর্ঘ বিরতির কারণে অনেক শিশু আর স্কুলমুখী হয় না। দুর্যোগের পর বাল্য বিবাহের হার বৃদ্ধি পায়। তাই স্কুলের সময়সূচি পুনঃনির্ধারণের কথা ভেবে দেখা দরকার। অন্যান্যের মধ্যে ডিজাস্টার ফোরামের উপদেষ্টা সুলতানা আফরোজ এতে বক্তব্য রাখেন।